আন্তর্জাতিক সহনশীলতা দিবস উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী
১৬ নভেম্বর ২০০৩

বর্তমানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন তা হলো - অসহনশীলতা থেকে বিশ্বকে পরিত্রাণ দেয়া - এটি একটি অভিশাপ যা ভয়ংকর আকার ধারণ করতে পারে, ইতিহাসে যার প্রায়শ: উল্লেখ আছে । বিশ্বায়ন , অভিবাসন এবং নজিরবিহীন গতিশীলতা আমাদের সমাজের রূপান্তর ঘটাচ্ছে - মানুষের একত্রে বসবাসের সামর্থ্য , অজ্ঞতা এবং 'অন্যের' প্রতি ভীতি সম্পর্কিত কিছু মৌলিক প্রশ্নের অমীমাংসাকে কাজে লাগিয়ে ঘৃণা এবং বর্জনের সংস্কৃতিকে উসকে দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিশ্বে যেহেতু এমন কোন স্থান নেই যেখানে বৈচিত্রের সমারোহ নেই, তাই অসহনশীলতা - গণতন্ত্র, শান্তি এবং নিরাপত্তার প্রতি হুমকী হিসেবেই কাজ করে।

'সহনশীলতা অনুশীলন' এবং উৎকৃষ্ট সুপ্রতিবেশীর মতো একে অন্যের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে একত্রে বসবাস করার লক্ষ্যে ৫০ বছর আগে জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষরকারীরা যে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিল, সহনশীলতা আজও জাতিসংঘের তেমনি একটি মূল প্রতিপাদ্য বিষয় রয়ে গেছে। অসহনশীলতার উপর নির্ভর করে কোন আধুনিক সমাজ বিনির্মান বা উন্নয়ন সম্ভব নয়।

বিভিন্ন সংস্কৃতির বৈচিত্রের মধ্যে শুধু শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নয় , এটি একটি ক্রিয়াশীল এবং ইতিবাচক আচরণ, যা অন্যের অধিকার এবং স্বাধীনতার প্রতি সম্মান এবং স্বীকৃতির দ্বারা উদ্বোদ্ধ হয় ।এর অর্থ হলো নির্মমতা ও অবজ্ঞার উর্ধ্বে থেকে অন্যের প্রতি যত্নশীল মনোভাব অর্জন করা এবং অজ্ঞতা , কুসংস্কার ও বৈষম্যের পরিবর্তে- 'অন্যকে' জানার একটি পদক্ষেপ। এর অর্থ হলো নৈতিক দায়িত্বের সতর্ক অনুশীলন যার সাথে প্রধানতঃ সম্পৃক্ত রয়েছে মানবের ন্যায়পরায়নতা এবং মানবতার প্রতি আমাদের আনুগত্য । এটি নৈতিক গুণাবলীর চেয়েও বেশী কিছু ; এটি একটি যুক্তি নির্ভর চর্চা যার মাধ্যমে সমন্বিত আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে আমরা ভিন্নতা ও বৈচিত্রের বিনিময় ও গ্রহন - বর্জনকে সংগায়িত করতে পারি। আর এর উপর নির্ভর করে আমাদের অস্তিত্ব।

আন্তর্জাতিক সহনশীলতা দিবসে , আসুন আমরা অন্যের সাথে মনে প্রাণে উদার হবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই। আসুন আমরা কার্যকর সহনশীলতা অনুশীলণ করি যা আমাদেরকে বহুল কাঙ্খিত নিরাপদ ও আরো শান্তিপূর্ণ বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে।

** *** **